এই এক

বিনয় মজুমদার

এই এক গুপ্ত রোগ পৃথিবীর সবার হচ্ছে।
যদিও গোপন খুব, তবুও সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে ছাপা—
এ সব রোগের কথা নিক্তি অনুসারে
ছাপা হয়ে যায় দেখি। আড়াই হাজার
আগের ডাক্তার বুদ্ধ কিছু কিছু ওষুধ বলেছে—
সে সব ওষুধ কিন্তু মায়ামৃত সুফল ফলে নি।
আরেক ডাক্তার ছিল হজরত মহম্মদ, তার
কথা মতো ওঠে বসে রোগীগণ, তবু
রোগ তো সারে না, আরো বেড়ে যায়, দেখি
সীমান্তে ও গুলি গোলা অল্প সল্প বিনিময় হয়।

পাখি ও আমি

একটি কী পাখি যেন, হে ঈশ্বর, প্রতিদিন আসে
আমার ঘরের মধ্যে, সে আমার ঘর চেনে বাতায়ন চেনে
আমার টেবিল চেনে, আমার মুখও চেনে বলে বোঝা যায়
অতিশয় সত্য কথা, কারণ পাখিটি শুধু ভয় করে না তো
আমাকেই এর ফলে বোঝা যায় আমার মুখটি চেনে বলে
আমার টেবিলে এসে ভাত খায় টেবিলের থেকে উড়ে গিয়ে
টেবিলের নিচে নেমে গিয়ে মেঝে থেকে ভাত খায় খুটে।
তারপরে ওই খোলা দরজাটি দিয়ে উড়ে যায়
হে ঈশ্বর, পাখিটির জন্য আমি অল্প কটি ভাত রেখে দিই
টেবিলে ও টেবিলের নিচেকার মেঝের উপর।

মেষ

ভাস্কর চক্রবর্তী

তোমারই শিংয়ের কাছে গুঁড়ি মেরে বসে থাকি— কখন যে চাঁদ
ওঠে, কখন যে মেঘ
ঢেকে দিয়ে চলে যায় তোমাকে আমাকে—
চারিদিকে বালি ওড়ে, তোমার দেহের ছায়া অন্ধকারে আরও
দীর্ঘ হয়
বেঁকানো শিংয়ের কাছে খড় ঝোলে, ফুলে যায় পেট
কোথায় নধর কাক ডাক দিয়ে যায়— মাইল মাইল যেন হেঁটে
কেরানিরা বাড়ি ফেরে, লম্প জ্বেলে, স্ত্রী-কে চুমু খেয়ে
চোখ বোজে বিছানায়
কোথায় কাদের চোখে বিদ্যুৎ ঝল্‌সে ওঠে— তারা রাত্রিবেলা
চুল খুলে, পা ছড়িয়ে কাঁদে? কীভাবে বছর যায়, বছর বছর
যায়, আমি
তোমারই শিংয়ের কাছে গুঁড়ি মেরে বসে থাকি— কখন যে
চাঁদ ওঠে, কখন যে মেঘ
ঢেকে দিয়ে চলে যায় তোমাকে আমাকে